প্রথম আলো
Date:09-01-2016 Page 08, Col 06 Size: 07 col*inc

কোয়ান্টামের সম্মাননা

# রক্তদান মানবতার সবচেয়ে বড় সূচক

**নিজস্ব প্রতিবেদক**

পৃথিবীতে যদি কেউ মানবতার বড় সূচক খুঁজে বের করতে চায়, তাহলে রক্তদান হলো সবচেয়ে বড় সূচক।

গতকাল শুক্রবার সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আয়োজিত রক্তদাতাদের এক অনুষ্ঠানে এ মন্তব্য করেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) বিশেষ ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য।

দেবপ্রিয় বলেন, যাঁরা নিজের রক্ত অন্যের জন্য দান করেন, তাঁরা সত্যিকার বীর। তিনি স্বেচ্ছায় রক্তদাতাদের 'রক্তবীর' অভিহিত করে বলেন, রক্তদানের এই সামাজিক আন্দোলনকে আরও বিস্তৃত করতে হবে।

অনুষ্ঠানে কমপক্ষে ১০ ও ২৫ বার রক্ত দিয়েছেন, এমন দুই শতাধিক রক্তদাতাকে ক্রেস্ট, মেডেল এবং সনদ দিয়ে সম্মাননা জানায় কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন।

ফাউন্ডেশনের প্রধান সমন্বয়ক মাদাম নাহার আল বোখারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন ফাউন্ডেশনের স্বেচ্ছায় রক্তদান কার্যক্রমের অনারারি পরিচালক ডা. এ বি এম ইউনূস। রক্তদাতার পক্ষে ডা. সাবরীনা ইয়াসমীন ও নিয়মিত রক্তগ্রহীতা থ্যালাসেমিয়া রোগী আসফিয়া নিজের অনুভূতির কথা জানান।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, দেশে প্রতিবছর প্রায় ছয় লাখ ব্যাগ নিরাপদ ও সুস্থ রক্তের চাহিদা রয়েছে। এ চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ১৯৯৬ সাল থেকে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি ও স্বেচ্ছায় রক্তদান কার্যক্রম চালাচ্ছে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন।

theindependent
Date: 09-01-2016 Page 03, Col 01 Size: 08 Col*Inc

# 200 voluntary blood donors honoured

A total of 200 voluntary blood donors were honoured by Quantum Foundation yesterday with crests, medals and certificates, reports BSS.

The contributors, who donated blood at least 10 or 25 times, were honoured at the function at National Press Club where eminent economist and distinguished fellow at the Centre for Policy Dialogue (CPD) Dr Debapriya Bhattacharya was present as the chief guest.

Chief Coordinator of Quantum Foundation Madam Nahar Al Bokhari chaired the function, while honourary director of Quantum Foundation and ABM Yunus delivered the welcome address.

On behalf of the blood donors, Dr Sabrina Yasmin, and on behalf of persons taking blood, thalassemia patient Asfia spoke.

Putting emphasis on expanding such a noble social movement, the economist Dr Debapriya expressed the hope that it (movement) could meet 50 percent demand of blood in the next 20 years.

The function was informed that there is an annual demand of nearly six lakh bags of blood in the country. To meet this demand, Quantum Foundation has been conducting voluntary blood donation campaign since 1996 to raise mass awareness about the important issue.

The organization has been able to play a crucial role in saving the life of 7.50 lakh people through its two-decade strides, it said.

dailyobserver
Second Edition
We stand for people's rights
www.observerbd.com
Date:09-01-2016 Page 04, Col 5-8 Size:26 Col*Inc

**Veteran economist and distinguished fellow at the Centre for Policy Dialogue (CPD) Dr Debapriya Bhattacharya speaking at a blood donation campaigning at the city's National Press Club on Friday hosted by Quantum Foundation.** PHOTO: **OBSERVER**

# 200 voluntary blood donors honoured

Speakers at a function on Friday termed voluntary blood donors as "Rakta Beer" (blood donation heroes) as Quantum Foundation honoured them with crests, medals and certificates.

The contributors, who donated blood at least 10 or 25 times, were honoured at the function at Jatiya Press Club where eminent economist and distinguished fellow at the Centre for Policy Dialogue (CPD) Dr Debapriya Bhattacharya was present as the chief guest.

Chief Coordinator of Quantum Foundation Madam Nahar Al Bokhari chaired the function, while honourary director of Quantum Foundation and Professor Dr ABM Yunus delivered the welcome address. On behalf of the blood donors, Dr Sabrina Yasmin, and on behalf of persons taking blood, thalassemia patient Asfia spoke.

Describing the voluntary blood donors as "Rakta Beer", Dr Debapriya said: "If anybody wants to find out the biggest "index of humanity" in the world, then voluntary blood donation would be such an index." Putting emphasis on expanding such a noble social movement, the economist expressed the hope that it (movement) could meet 50 percent demand of blood in the next 20 years.

The function was informed that there is an annual demand of nearly six lakh bags of blood in the country. To meet this demand, Quantum Foundation has been conducting voluntary blood donation campaign since 1996 to raise mass awareness about the important issue.

The organization has been able to play a crucial role in saving the life of 7.50 lakh people through its two-decade strides, it said.

—BSS

বণিক বার্তা
Date:09-01-2016 Page 02 Col 06 Size: 04 Col*Inc

# রক্তদাতাদের সম্মাননা জানাল কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

দুই শতাধিক রক্তদাতাকে সম্মাননা জানিয়েছে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন। গতকাল শুক্রবার সকালে রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে এ নিয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সম্মাননা পাওয়া রক্তদাতাদের ক্রেস্ট, মেডেল এবং সনদ দেয়া হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন দেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের সম্মানিত ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে আগামী ২০ বছরের মধ্যে স্বেচ্ছা রক্তদানের মাধ্যমে ৫০ শতাংশ রক্তের চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। এ সময় স্বেচ্ছায় রক্তদাতাদের 'বীর' উল্লেখ করে তিনি বলেন, পৃথিবীতে মানবতার সবচেয়ে বড় সূচক হলো রক্তদান।

স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের প্রধান সমন্বয়ক নাহার আল বোখারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কার্যক্রমের অনারারি পরিচালক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের হেমাটোলজি বিভাগের প্রফেসর ডা. এবিএম ইউনুস।

ইনকিলাব
Date09-01-2016 Page 15 Col 6 Size: 15 Col*Inc

*জাতীয় প্রেসক্লাবে গতকাল কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের স্বেচ্ছায় রক্তদান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য –ইনকিলাব*

# মানবতার সবচেয়ে বড় সূচক রক্তদান

## –ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

**অর্থনৈতিক রিপোর্টার :** বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের সম্মানিত ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেছেন, পৃথিবীতে যদি মানবতার সবচেয়ে বড় সূচক কেউ খুঁজে বের করতে চায়, তাহলে রক্তদান হলো সবচেয়ে বড় সূচক। রক্তদানের এ সামাজিক আন্দোলনকে আরও বিস্তৃত করতে হবে। আগামী ২০ বছরে রক্তদানের এ সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে স্বেচ্ছায় ২৫ শতাংশ নয়, ৫০ শতাংশ রক্তের চাহিদা মেটানোর আশা প্রকাশ করেন তিনি।

গতকাল শুক্রবার রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে সকাল সাড়ে দশটায় কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আয়োজিত রক্তদাতাদের সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে কমপক্ষে ১০ ও ২৫ বার রক্ত দিয়েছেন এমন দুই শতাধিক রক্তদাতাকে ক্রেস্ট, মেডেল এবং সনদ প্রদানের মাধ্যমে সম্মাননা জানায় কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের অনারারি পরিচালক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের হেমাটোলজি বিভাগের প্রফেসর ডা. এ বি এম ইউনুস। স্বেচ্ছা রক্তদাতাদের পক্ষে অনুভূতি বর্ণনা করেন ডা. সাবরীনা ইয়াসমীন এবং নিয়মিত রক্তগ্রহীতাদের মধ্য থেকে অনুভূতির কথা জানান থ্যালাসেমিয়া রোগী আসফিয়া।

উল্লেখ্য, রক্ত ঘাটতির বিপুল এ চাহিদা পূরণের লক্ষ্যেই ১৯৯৬ সাল থেকে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি ও স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে কোয়ান্টাম।

দৈনিক ইত্তেফাক
Date:10-01-2016 Page: 04, Col 8 Size: 7 Col*Inc

# কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের স্বেচ্ছা রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠিত

ইত্তেফাক রিপোর্ট

দেশে প্রতিবছর প্রায় ছয় লাখ ব্যাগ নিরাপদ ও সুস্থ রক্তের চাহিদা রয়েছে। রক্ত ঘাটতির বিপুল এ চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ১৯৯৬ সাল থেকে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি ও স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম চালিয়ে আসছে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন। গত এক যুগে প্রায় সাড়ে সাত লক্ষাধিক মানুষের জীবন রক্ষায় ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন। গত শুক্রবার জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আয়োজিত রক্তদাতাদের সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তারা এসব কথা বলেন।

ফাউন্ডেশনের প্রধান সমন্বয়ক নাহার আল বোখারীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের অনারারি পরিচালক প্রফেসর ডা. এবিএম ইউনুস। অনুষ্ঠানে দুই শতাধিক রক্তদাতাকে ক্রেস্ট, মেডেল এবং সনদ প্রদানের মাধ্যমে সম্মাননা জানানো হয়।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, স্বেচ্ছা রক্তদাতারা রক্তবীর। জাতীয় বীর তারাই যারা নিজেদের রক্ত অন্যদের জন্য দান করেন। পৃথিবীতে যদি মানবতার সবচেয়ে বড় সূচক কেউ খুঁজে বের করতে চায় তাহলে রক্তদান হলো সবচেয়ে বড় সূচক। রক্তদানের সামাজিক আন্দোলনকে আরো বিস্তৃত করতে হবে। আগামী ২০ বছরে রক্তদানের এ সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে স্বেচ্ছায় ২৫ শতাংশ নয়, ৫০ শতাংশ রক্তের চাহিদা মেটানোর আশা প্রকাশ করেন তিনি।

নাহার আল বোখারী বলেন, একমাত্র মহান স্রষ্টাই রক্তদানের প্রতিদান দিতে পারেন। রক্তদানে ইতিমধ্যে যারা এগিয়ে এসেছেন তাদের পাশাপাশি অন্যদেরও এগিয়ে এসে রক্তের ঘাটতি পূরণের আহ্বান জানান তিনি।

দৈনিক জনতা

Date:09-01-2016 Page:08, Col 2-4 Size: 14 Col*Inc

গতকাল সকালে জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আয়োজিত রক্তদাতাদের সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য - জনতা

### রক্তদাতাদের সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

# জাতীয় বীর তারাই যারা নিজেদের রক্ত অন্যদের দান করেন

**স্টাফ রিপোর্টার**

জাতীয় বীর তারাই যারা নিজেদের রক্ত অন্যদের জন্য দান করেন। স্বেচ্ছা রক্তদাতাদের 'রক্তবীর' আখ্যায়িত করে একথা বলেন দেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ'র সম্মানিত ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য।

গতকাল শুক্রবার সকালে জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আয়োজিত রক্তদাতাদের সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি। অনুষ্ঠানে দুই ক্যাটাগরিতে ◀◀ ৭ পৃষ্ঠায় ১ম কলাম দেখুন

## জাতীয় বীর তারাই যারা নিজেদের

দুই শতাধিক রক্তদাতাকে ক্রেস্ট, মেডেল এবং সনদ প্রদানের মাধ্যমে সম্মাননা প্রদান করা হয়। প্রথম ক্যাটাগরিতে কমপক্ষে ১০ বার রক্ত দানকারীকে মেডেল ও সনদ এবং কমপক্ষে ২৫ বার রক্ত দিয়েছেন এমন রক্তদাতাকে ক্রেস্ট ও সনদ প্রদান করে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন।

অনুষ্ঠানে ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, পৃথিবীতে যদি মানবতার সবচেয়ে বড় সূচক কেউ খুঁজে বের করতে চায় তাহলে রক্তদান হলো সবচেয়ে বড় সূচক। রক্তদানের এ সামাজিক আন্দোলনকে আরো বিস্তৃত করতে হবে। আগামী ২০ বছরে রক্তদানের এ সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে স্বেচ্ছায় ২৫ শতাংশ নয়, ৫০ শতাংশ রক্তের চাহিদা মেটানোর আশা প্রকাশ করেন তিনি।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের প্রধান সমন্বয়ক মাদাম নাহার আল বোখারী। সভাপতির বক্তব্যে নিয়মিত রক্তদাতাদের উদ্দেশে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তিনি বলেন, দানের প্রতিদান কোনো মানুষ কোনোদিনই দিতে পারে না। এ প্রতিদান দিতে পারেন একমাত্র মহান স্রষ্টা। রক্তদানে এরই মধ্যে যারা এগিয়ে এসেছেন তারা নিজেদের পাশাপাশি অন্যদের কাছে এ দানের কথা ছড়িয়ে দেয়ার মাধ্যমে দেশের রক্তের চাহিদার যে ঘাটতি রয়েছে তা মেটানোর আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

উল্লেখ্য, দেশে প্রতিবছর প্রায় ছয় লাখ ব্যাগ নিরাপদ ও সুস্থ রক্তের চাহিদা রয়েছে। রক্ত ঘাটতির বিপুল এ চাহিদা পূরণের লক্ষ্যেই ১৯৯৬ সাল থেকে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি ও স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে কোয়ান্টাম। গত এক যুগের প্রচেষ্টায় প্রায় সাড়ে সাত লক্ষাধিক মানুষের জীবন রক্ষায় ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন।

কোয়ান্টামের প্রধান সমন্বয়ক মাদাম নাহার আল বোখারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন– কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের অনারারি পরিচালক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের হেমাটোলজি বিভাগের প্রফেসর ডা. এ বি এম ইউনুস, স্বেচ্ছায় রক্তদাতাদের পক্ষে ডা. সাবরীনা ইয়াসমীন, রক্তগ্রহীতা থ্যালাসেমিয়া রোগী আসফিয়া প্রমুখ।

কালের কণ্ঠ
Date:09-01-2016 Page: 01, Col: 2 Size:7 Col*Inc

# স্বেচ্ছা রক্তদাতাদের সম্মাননা দিয়েছে কোয়ান্টাম

**নিজস্ব প্রতিবেদক ▷**

দেশে প্রতিবছর প্রায় ছয় লাখ ব্যাগ রক্তের চাহিদা রয়েছে। এই বিপুল চাহিদা পূরণে অবদান রাখার লক্ষ্য নিয়েই ১৯৯৬ সাল থেকে সচেতনতা বৃদ্ধি ও স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম চালিয়ে আসছে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন। গত এক যুগে সাড়ে সাত লক্ষাধিক মানুষের জীবন রক্ষায় ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। আর এই দীর্ঘ সময়ে যাঁরা কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের ব্লাড ব্যাংকে স্বেচ্ছায় নিয়মিত রক্তদান করেছেন তাঁদের সম্মাননা দেওয়া হয়েছে।

সম্মাননা প্রদান উপলক্ষে গতকাল শুক্রবার জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন। প্রতিষ্ঠানটির প্রধান সমন্বয়ক মাদাম নাহার আল বোখারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের সম্মানিত ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের অনারারি পরিচালক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের হেমাটোলজি বিভাগের প্রফেসর ডা. এ বি এম ইউনুস। অনুষ্ঠানে কমপক্ষে ১০ বার ও ২৫ বার রক্ত দিয়েছেন এমন দুই শতাধিক রক্তদাতাকে ক্রেস্ট, মেডেল ও সনদ প্রদানের মাধ্যমে সম্মাননা জানানো হয়। ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, পৃথিবীতে মানবতার সবচেয়ে বড় সূচক যদি কেউ খুঁজে বের করতে চায় তাহলে রক্তদান হলো তা-ই। রক্তদানের এই সামাজিক আন্দোলনকে আরো বিস্তৃত করতে হবে। আগামী ২০ বছরে রক্তদানের এই সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে স্বেচ্ছায় ২৫ শতাংশ নয়, ৫০ শতাংশ রক্তের চাহিদা মেটানোর আশা প্রকাশ করেন তিনি।

মাদাম নাহার আল বোখারী বলেন, একমাত্র মহান স্রষ্টাই রক্তদানের প্রতিদান দিতে পারেন।

মানবকণ্ঠ
Date:09-01-2015 Page 03, Col 1 Size: 6 Col*Inc

# স্বেচ্ছায় রক্তদাতারা 'রক্তবীর'

## —ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

**নিজস্ব প্রতিবেদক**

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের সম্মানিত ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেছেন, পৃথিবীতে মানবতার সবচেয়ে বড় সূচক রক্তদান। জাতীয় বীর তারাই যারা নিজেদের রক্ত অন্যদের জন্য দান করেন। স্বেচ্ছা রক্তদাতাদের 'রক্তবীর' হিসেবে আখ্যায়িত করেন। গতকাল শুক্রবার জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। ওই অনুষ্ঠানে কমপক্ষে ১০ ও ২৫ বার রক্ত দিয়েছেন এমন দুই শতাধিক রক্তদাতাকে ক্রেস্ট, মেডেল এবং সনদ প্রদানের মাধ্যমে সম্মাননা জানিয়েছে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন।

ড. দেবপ্রিয় আরো বলেন, রক্তদানের সামাজিক আন্দোলনকে আরো বিস্তৃত করতে হবে। আগামী ২০ বছরে স্বেচ্ছায় রক্তদানের মাধ্যমে রক্তের চাহিদা ২৫ শতাংশ থেকে ৫০ শতাংশে উন্নীতের আশা প্রকাশ করেন।

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের প্রধান সমন্বয়ক মাদাম নাহার আল বোখারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এর অনারারি পরিচালক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের হেমাটোলজি বিভাগের অধ্যাপক ডা. এ বি এম ইউনুস। স্বেচ্ছা রক্তদাতাদের পক্ষে অনুভূতি বর্ণনা করেন ডা. সাবরীনা ইয়াসমীন এবং নিয়মিত রক্তগ্রহীতাদের মধ্য থেকে অনুভূতির কথা জানান থ্যালাসেমিয়া রোগী আসফিয়া।

উল্লেখ্য, দেশে প্রতি বছর প্রায় ছয় লাখ ব্যাগ নিরাপদ ও সুস্থ রক্তের চাহিদা রয়েছে। ১৯৯৬ সাল থেকে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি ও স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে কোয়ান্টাম।

সংবাদ
Date:09-01-2016 Page 04 Col 7-8 Size:10 Col* Inc

# স্বেচ্ছা রক্তদাতারা রক্তবীর : ড. দেবপ্রিয়

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

স্বেচ্ছা রক্তদাতাদের 'রক্তবীর' বলে আখ্যায়িত করলেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ-এর সম্মানিত ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। তিনি বলেন; যারা নিজেদের রক্ত অন্যদের জন্য দান করেন তারাই জাতীয় বীর।

গতকাল জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে রক্তদাতাদের সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। সকালে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের প্রধান সমন্বয়ক মাদাম নাহার আল বোখারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের অনারারি পরিচালক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের হেমাটোলজি বিভাগের অধ্যাপক ডা. এ বি এম ইউনুস। স্বেচ্ছা রক্তদাতাদের পক্ষে অনুভূতি বর্ণনা করেন ডা. সাবরীনা ইয়াসমীন এবং নিয়মিত রক্তগ্রহীতাদের মধ্য থেকে অনুভূতির কথা জানান থ্যালাসেমিয়া রোগী আসফিয়া।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, পৃথিবীতে যদি মানবতার সবচেয়ে বড় সূচক কেউ খুঁজে বের করতে চায় তাহলে রক্তদান হলো সবচেয়ে বড় সূচক। তিনি বলেন, রক্তদানের এ সামাজিক আন্দোলনকে আরও বিস্তৃত করতে হবে। আগামী ২০ বছরে রক্তদানের এ সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে স্বেচ্ছায় ২৫ শতাংশ নয়, ৫০ শতাংশ রক্তের চাহিদা মেটানোর আশা প্রকাশ করেন তিনি।

অনুষ্ঠানে কমপক্ষে ১০ ও ২৫ বার রক্ত দিয়েছেন এমন দুই শতাধিক রক্তদাতাকে ক্রেস্ট, মেডেল এবং সনদ প্রদানের মাধ্যমে সম্মাননা জানায় কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন।

প্রসঙ্গত, আমাদের দেশে প্রতিবছর প্রায় ছয় লাখ ব্যাগ নিরাপদ ও সুস্থ রক্তের চাহিদা রয়েছে। রক্ত ঘাটতির বিপুল এ চাহিদা পূরণের লক্ষ্যেই ১৯৯৬ সাল থেকে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি ও স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে কোয়ান্টাম। গত এক যুগের প্রচেষ্টায় প্রায় সাড়ে সাত লক্ষাধিক মানুষের জীবন রক্ষায় ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন।

সমকাল
Date:09-01-2016 Page: 02, Col: 08 Size: 06 Col*Inc

# 'রক্তদাতারা জাতীয় বীর'

সমকাল প্রতিবেদক

জাতীয় বীর তারাই, যারা নিজেদের রক্ত অন্যের জীবন বাঁচাতে দান করেন। স্বেচ্ছা রক্তদাতাদের 'রক্তবীর' আখ্যায়িত করে রক্তদানকে সর্বোচ্চ মহৎ কাজ বলে উল্লেখ করেছেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও গবেষণা সংস্থা সিপিডির ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য।

গতকাল শুক্রবার সকালে রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আয়োজিত রক্তদাতাদের সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে কমপক্ষে ১০ ও ২৫ বার রক্ত দিয়েছেন এমন দুই শতাধিক রক্তদাতাকে ক্রেস্ট, মেডেল ও সনদ প্রদানের মাধ্যমে সম্মাননা জানানো হয়।

ড. দেবপ্রিয় বলেন, রক্তদানের সামাজিক আন্দোলনকে আরও বিস্তৃত করতে হবে। আগামী ২০ বছরে স্বেচ্ছায় রক্তদানের মাধ্যমে ৫০ শতাংশ রক্তের চাহিদা মেটানোর আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি। স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের প্রধান সমন্বয়ক মাদাম নাহার আল বোখারী এতে সভাপতিত্ব করেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের অনারারি পরিচালক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের হেমাটোলজি বিভাগের অধ্যাপক ডা. এ বি এম ইউনুস।

স্বেচ্ছা রক্তদাতাদের পক্ষে অনুভূতি বর্ণনা করেন ডা. সাবরীনা ইয়াসমীন এবং নিয়মিত রক্তগ্রহীতাদের মধ্য থেকে অনুভূতির কথা জানান থ্যালাসেমিয়া রোগী আসফিয়া।

সকালের খবর
Date:09-01-2016 Page: 11, Col 1-5 Size: 13 Col*Inc

# কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন সম্মাননা দিল তিন শতাধিক ব্যক্তিকে

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

স্বেচ্ছায় রক্ত দানকারী তিন শতাধিক ব্যক্তিকে সম্মাননা দিল রক্তদাতা সংগঠন কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন।

গতকাল রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে এ সম্মাননা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

কোয়ান্টামের প্রধান সমন্বয়ক মাদাম নাহার আলী বোখারীর সভাপতিত্বে সম্মাননা অনুষ্ঠানে ১০ বার স্বেচ্ছায় রক্তদান করেছেন এমন ২৮০ জন রক্তদাতাকে বিশেষ আইডি কার্ড মেডেল ও সনদপত্র প্রদান করে সংগঠনটি।

এছাড়া ২৫ বার রক্তদান করেছেন এমন ৫০ জনকে বিশেষ আইডি কার্ড ক্রেস্ট ও সনদপত্র প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অর্থনীতিবিদ ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ডা. এবিএম ইউনুস।

রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে গতকাল স্বেচ্ছায় রক্তদানকারী তিন শতাধিক ব্যক্তিকে সম্মাননা প্রদান করে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন —সকালের খবর

ভোরের পাতা
Date:09-01-2016 Page: 08, Col 6-8 Size: 30 Col*Inc

জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে গতকাল শুক্রবার কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আয়োজিত ১০ম ও ২৫তম রক্তদানের সম্মানে রক্তদাতাদের সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের সম্মানিত ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের অনারারি পরিচালক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের হেমাটোলজি বিভাগের প্রফেসর ডা. এবিএম ইউনুস ও অনুষ্ঠানের সভাপতি কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের প্রধান সমন্বয়ক মাদাম নাহার আল বোখারির সঙ্গে রক্তবীররা -ভোরের পাতা

# দু'শতাধিক রক্তদাতাকে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের সম্মাননা

■ নিজস্ব প্রতিবেদক

ইংরেজ ধাত্রীবিদ্যা বিশারদ ডা. জেমস ব্লান্ডেল ১৮১৮ সালে রক্ত পরিসঞ্চালনের জন্য একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেন, যা দিয়ে সর্বপ্রথম সফলভাবে একজন সুস্থ মানুষের দেহ থেকে আরেকজন সুস্থ মানুষের দেহে রক্ত পরিসঞ্চালন করে তাঁকে বাঁচিয়ে তোলা হয়। এরপর থেকে চিকিৎসকরা এভাবেই মানুষের দেহে রক্ত পরিসঞ্চালনের মাধ্যমে অসংখ্য মানুষকে মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়ে সুস্থ করে আসছেন।

> জাতীয় বীর তাঁরাই যাঁরা নিজেদের রক্ত অন্যদের জন্য দান করেন : ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

গতকাল শুক্রবার ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে সকাল সাড়ে ১০টায় কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আয়োজিত রক্তদাতাদের সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন দেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের সম্মানিত ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। তিনি স্বেচ্ছায় রক্তদাতাদের 'রক্তবীর' আখ্যায়িত করে বলেছেন, 'জাতীয় বীর তাঁরাই যাঁরা নিজেদের রক্ত অন্যদের জন্য দান করেন।' অনুষ্ঠানে ১০ থেকে ২৫ বার রক্ত দিয়েছেন- এমন দু'শতাধিক রক্তদাতাকে ক্রেস্ট, মেডেল ও সনদ প্রদানের মাধ্যমে সম্মাননা জানায় কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য আরও বলেন, 'পৃথিবীতে যদি মানবতার সবচেয়ে বড় সূচক কেউ খুঁজে বের করতে চান, তাহলে রক্তদান হলো সবচেয়ে বড়

▶▶ এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

## দু'শতাধিক রক্তদাতাকে

(শেষ পৃষ্ঠার পর) সূচক।' তিনি বলেন, রক্তদানের এ সামাজিক আন্দোলনকে আরও বিস্তৃত করতে হবে। আগামী ২০ বছরে রক্তদানের এ সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে স্বেচ্ছায় ২৫ শতাংশ নয়, ৫০ শতাংশ রক্তের চাহিদা মেটানো হবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের অনারারি পরিচালক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের হেমাটোলজি বিভাগের প্রফেসর ডা. এবিএম ইউনুস। স্বেচ্ছা রক্তদাতাদের পক্ষে অনুভূতি বর্ণনা করেন ডা. সাবরীনা ইয়াসমিন ও নিয়মিত রক্তগ্রহীতাদের মধ্য থেকে অনুভূতির কথা জানান থ্যালাসেমিয়া রোগী আসফিয়া।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্বেচ্ছায় রক্তদান কার্যক্রম, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের প্রধান সমন্বয়ক মাদাম নাহার আল বোখারী। সভাপতির বক্তব্যে নিয়মিত রক্তদাতাদের উদ্দেশে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তিনি বলেন, দানের প্রতিদান কোনো মানুষ কোনোদিনই দিতে পারে না। এ প্রতিদান দিতে পারেন একমাত্র মহান স্রষ্টা। রক্তদানে এরই মধ্যে যাঁরা এগিয়ে এসেছেন, তাঁরা নিজেদের পাশাপাশি অন্যদের কাছে এ দানের কথা ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে দেশের রক্তের চাহিদার যে ঘাটতি রয়েছে- তা মেটানোর আশা করেন তিনি। একজন মানুষের রক্ত দিয়ে অন্য একজন মানুষকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনার ধারণাটা খুব বেশিদিনের পুরনো নয়। আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের কল্যাণে সম-গ্রুপের রক্তের এক মানুষের রক্ত অন্য মানুষ প্রাণ ফিরে পাচ্ছে। ফলে সৃষ্ট হয়েছে ব্লাড ব্যাংক ও চালু হয়েছে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি। আমাদের দেশে প্রতিবছর প্রায় ৬০ লাখ ব্যাগ নিরাপদ ও সুস্থ রক্তের চাহিদা রয়েছে। যার মধ্যে ২৪ শতাংশ আসে স্বেচ্ছায় রক্তদানকারীদের কাছে থেকে। রক্ত ঘাটতির বিপুল এ চাহিদা পূরণের লক্ষ্যেই ১৯৯৬ সাল থেকে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানো ও স্বেচ্ছায় রক্তদান কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে কোয়ান্টাম। গত এক যুগের প্রচেষ্টায় প্রায় সাড়ে সাত লক্ষাধিক মানুষের জীবন রক্ষায় ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন। বাংলাদেশের রক্তদান সংশ্লিষ্ট স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সন্ধানী ও বাঁধনের পথ ধরেই কোয়ান্টাম ব্লাড সেন্টার ১৯৯৬ সালে স্বেচ্ছায় রক্তদান কার্যক্রম চালু করে। রক্ত সংগ্রহের জন্য কোয়ান্টাম একটি আস্থাশীল ব্লাড সেন্টার। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের আওতায় কোয়ান্টাম ব্লাড সেন্টার পরিচালিত হয়। দীর্ঘদিন ধরে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন রক্ত সংগ্রহের পাশাপাশি রক্তদাতাদের উৎসাহিত করার জন্য রক্তদাতাদের সম্মাননা প্রদান করে আসছে।

রক্তদান হলো কোনো প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ মানুষের স্বেচ্ছায় রক্ত দেওয়ার প্রক্রিয়া। এই দান করা রক্ত পরিসঞ্চালন করা হয় অথবা অংশীকরণের মাধ্যমে ওষুধে পরিণত করা হয়। উন্নত দেশে বেশিরভাগ রক্তদাতাই হলেন স্বেচ্ছায় রক্তদাতা, যাঁরা সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে রক্তদান করেন। বেশিরভাগ রক্তদাতাই সমাজসেবামূলক কাজ হিসেবে রক্তদান করেন। তবে প্রতি চার মাস অর্থাৎ ১২০ দিন পরপর মানবদেহে নতুন রক্ত তৈরি হয়। ইচ্ছে করলে একজন রক্তদাতা চার মাস পরপরও রক্তদান করতে পারবেন। রক্তদানের প্রথম ও প্রধান কারণ একজনের দান করা রক্ত আরেকজনের জীবন বাঁচায়। রক্তদান স্বাস্থ্যের জন্যও অত্যন্ত উপকারী। রক্তদান করার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের মধ্যে অবস্থিত 'বোন ম্যারো' নতুন কণিকা তৈরির জন্য উদ্দীপ্ত হয় ও রক্তদানের ২ সপ্তাহের মধ্যে নতুন রক্তকণিকার জন্ম হয়ে ঘাটতি পূরণ হয়ে যায়। বছরে ৩ বার রক্তদান করলে শরীরে লোহিত কণিকাগুলোর প্রাণবন্ততা বাড়িয়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে নতুন কণিকা তৈরির হার বাড়িয়ে দেয়। রক্তদান করার মাত্র ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই দেহে রক্তের পরিমাণ স্বাভাবিক হয়ে যায়। নিয়মিত রক্তদান করলে হৃদরোগ ও হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি অনেকটাই কমে যায়। গৃহীত রক্তের পরিমাণ ও পদ্ধতি ভিন্ন হতে পারে, তবে সাধারণত ৫০০ মিলিলিটার (অথবা প্রায় ১ ইউএস পাইন্ট) সম্পূর্ণ রক্ত নেওয়া হয়। আরেক গবেষণায় দেখা যায়, যাঁরা বছরে দুবার রক্ত দেন, অন্যদের তুলনায় তাঁদের ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি কম থাকে। বিশেষ করে ফুসফুস, লিভার, কোলন, পাকস্থলী ও গলার ক্যান্সারের ঝুঁকি নিয়মিত রক্তদাতাদের ক্ষেত্রে অনেক কম দেখা যায়। প্রতি পাইন্ট (এক গ্যালনের আট ভাগের এক ভাগ) রক্ত দিলে ৬৫০ ক্যালরি করে শক্তি খরচ হয়। অর্থাৎ ওজন কমানোর ক্ষেত্রেও এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। রক্তদান ধর্মীয় দিক থেকেও অত্যন্ত পুণ্যের কাজ। পবিত্র কোরআনের সূরা মায়েদার ৩২ নং আয়াতে উল্লেখ আছে, 'একজন মানুষের জীবন বাঁচানো সমগ্র মানবজাতির জীবন বাঁচানোর মতো মহান কাজ।'